ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ছাগলের মেলা

মুজিবনগরে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ছাগলের মেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে রামনগর খেলার মাঠে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের অর্থায়নে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: কাজী নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উক্ত র্যালিতে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম,উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার আসিফ ইকবাল অংশ নেন।

পরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: কাজী নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন সংক্লান্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এসএস স্টিল মিস্ত্রির মৃত্যু

মুজিবনগরে ছাদের উপর থেকে এসএস স্টিলের পাইপ নামানোর সময় অসাবধানতাবসত বিদ্যুৎ তারের সাথে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মিরাজুল ইসলাম (২২) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে ঝর্না স্যানিটারির ছাদের উপর এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিরাজুল ইসলাম উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইউনুস মন্ডলের

ছেলে।
জানা গেছে, ক্রেতার বাড়ির সিঁড়ির কাজ করানোর জন্য ঝর্ণা স্যানিটারির ছাদের উপর থেকে এসএস স্টিল পাইপ নিচে নামাতে যায় মিরাজুল। পাইপ নামাতে গিয়ে ছাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ এর লাইনের সাথে অসাবধানতাবসত স্টিলের পাইপ স্পর্শ করে। এতে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তার ডান হাত ঝলসে যায় এবং সে মাটিতে ছাদে লুটিয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলের তার মৃত্যু হয়।
খবর পেয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, প্রাথমিক তদন্তে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে এমন প্রমান পেয়েছি। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প'(এলডিডিপি)প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী- ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলার রামনগর খেলার মাঠে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
মুজিবনগর উপজেলা প্রণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: নজরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা।
উপজেলা প্রণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল করিম এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম,উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অফিসার আসিফ ইকবাল।
উপস্হিত ছিলেন উপজেলা প্রণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা তানিয়া

আখতার,উপসহকারি প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা খলেকুজ্জামান ও জয়নাল আবেদীন সহ উপজেলা প্রণিসম্পদ অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং প্রদর্শনী ঘুরে দেখে আসন গ্রহন করেন।প্রদর্শনীতে ১ম ২য় ৩য় স্হান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার হিসাবে চেক ও সনদ বিতরণ করা হয়। পরে সভাপতির সমাপনি বক্তব্য এর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।
প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী- ২০২১ এর প্রদর্শনীতে ৫০ টি স্টল অংশ গ্রহন করে। এর মধ্য ১০ টি গাভী গরু, ১০ ষাড় গরু,১০ টি ভেড়া,১০টি ছাগল এবং ১০ টি অন্যান্য প্রণীর স্টল অংশ গ্রহন করে এবং অংশগ্রহন কারী প্রত্যেক ক্যাটাগরি থেকে ১,২,৩ স্হান অধিকারী মাঝে পুরস্কার বিতরণ করার হয়।

আদালতের আদেশ অমান্য করে দখলবাজীর চেষ্টা নাজির উদ্দিনের

কুমারখালী উপজেলার দক্ষিণ মুলগ্রাম এর আহাম্মদ আলীর বসতভিটা দখলের পায়তারা চালাচ্ছে তার ভাই আহাতাব আলীর ছেলে নাজির উদ্দিন। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা দায়রা জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হলে আদালতের আদেশ অমান্য করে আহাতাব আলী ও তার বড় ছেলে মোঃ নাজির উদ্দিন ও মোঃ ফিরোজ কামাল জোরপূর্বক ভাবে বিভিন্ন হুমকি-ধামকির মাধ্যমে আহাম্মদ আলী বসতভিটা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে প্রথম দফায় ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার সকালে লাঠিসোটা নিয়ে আহমদ আলীর বসতভিটায় দখলের জন্য গেলে কুমারখালী থানা পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নাজির উদ্দিনসহ তার লোকজন কে ফিরিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে আহাম্মদ আলীর কাছ থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন আজ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বছর আমি এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি কিন্তু আমার ভাই তার ছেলে নাজির উদ্দিন বিল্ডিং বাড়ি করার জন্য আমার জমি সহ আমার বসত ভিটা জোরপূর্বক ভাবে দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু আমি এতে রাজি না হলে আমার ও আমার পরিবারের সবাইকে হত্যার হুমকি দেয় এবং

বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছে এ বিষয়ে আমার ছেলে বাদী হয়ে কুমারখালী থানা তে একটি সাধারণ ডায়েরি করে।

এবং শুধু তাই নয় বিল্ডিং বাড়ি বানাতে যে সরঞ্জাম কাজে লাগে সে সরঞ্জামগুলো এমন ভাবে রাখা হয়েছে আমি বাড়ির মধ্যে গৃহবন্দী মতো জীবন যাপন করছি। এ বিষয়ে আমি ও আমার পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে আমার ভাই ও তার ছেলেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবির জানাচ্ছি। এই নাজির উদ্দিন এর সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য, তার একসময় চরমপন্থীদের সঙ্গে ভালো সখ্যতা ছিল আর এই প্রভাবের কারণেই তিনি আইনের তোয়াক্কা না করেই তার প্রভাব বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, এবং কি এই নাজির উদ্দিন কাঁচামাল সিন্ডিকেটের সঙ্গেও জড়িত গত কয়েক মাস আগে যখন বাজারে পিয়াস সংকট ছিল তখন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ পিয়াস পায় এ কারণে তাকে গুনতে হয়েছিল মোটা অঙ্কের জরিমানা।

এদিকে নজির উদ্দিন এর সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ হলে কুমারখালী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে জানান, এ বিষয় টি কুষ্টিয়া কোর্টে মামলা হয়েছে যেহেতু এটি কোর্টের বিষয়। কিন্তুুু এই নজির উদ্দিন কোর্টের আদেশ অমান্য করে গতবার জোরপূর্বক ভাবে আহমদ আলীর বসতভিটা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু কুমারখালী থানা পুলিশ তাকে বাধা দেয় এবং আইন মেনে চলার পরামর্শ দেয় কিন্তু তিনি তা না মেনে এবারও দখলের চেষ্টা চালালে কুমারখালী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তা বাধা দেয় এবং এ বিষয়ে থানা তে একটি সাধারণ অভিযোগ হয়েছে আমরা আইন-শৃঙ্খলার রক্ষার্থে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবো যাতে ওখানে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

মেহেরপুরের শোলমারী থেকে

গাঁজাসহ এক জন আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের বিশ্বাসপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ হাবিবুর রহমান নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার রাত পোনে ১১ টায় এস আই হাবিবুর রহমান নেতৃত্বে এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই ইব্রাহিম বিশ্বাস ও এএসআই আহসান হাবীব এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক হাবিবুর রহমান ওই পাড়ার জামাল আলীর ছেলে।
ডিবির ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক হাবিবুর কে মামলা দিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি: অফিস সহকারী কারাগারে

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসের সাবেক অফিস সহকারী আনিসুর রহমান আনিসকে শুক্রবার কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে পাবনা থেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া আনে।

শুক্রবার দুপুরে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল আদালতের বিচারক। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা এম এম এ ওয়াদুদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ও তথ্য দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিল একটি চক্র। উদ্দেশ্য ছিল এনএস রোডে এম এম এ ওয়াদুদের শতকোটি টাকার সম্পত্তি (বাড়িসহ জমি) আত্মসাৎ। এর অংশ হিসেবে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে ছয়জনকে মালিক সাজান। ওই সম্পত্তি বিক্রিও করে দেন। জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়লে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর প্রথমে মামলা হয় জেলার কয়েকজন রাজনীতিবিদসহ

১৮ জনের নামে। আলোচিত এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসায়ী মহিবুল, যুবলীগ নেতা আশরাফুজ্জামান সুজনসহ সাতজন কারাগারে আছেন। তাদের বিচার চলছে। পরে জালিয়াতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় এক উপসচিবসহ পাঁচজন নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়।

গত ৪ মার্চ কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি করেন জেলার জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান। সেই মামলার আসামিদের মধ্যে আছেন ঢাকার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব নওয়াবুল ইসলাম, ফরিদপুরের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, মাগুরা সদরের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা অমিত কুমার দাস এবং কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিস সহকারী জি এম সাদিক সত্যবাদী। ঘটনার সময় তারা সবাই কুষ্টিয়ায় কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় একই দিন কুমারখালী থানায় করা আরেক মামলায় আসামি করা হয় কুষ্টিয়া সদরের নির্বাচন কর্মকর্তা সামিউল ইসলামকে। ঘটনার সময় তিনি কুমারখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা থাকায় ওই থানায় মামলাটি করা হয়। ওই সময় কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন আনিসুর রহমান আনিস এবং জালিয়াতিতে তার সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পায় মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হোসেন বলেন, জালিয়াতিতে আনিসের যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরপরই বৃহস্পতিবার পাবনা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পাবনা নির্বাচন অফিসের অফিস সহকারী। জবানবন্দিতে জালিয়াতিতে তিনিসহ অন্যদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন আনিস। বিষয়টি মামলার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সিআইডির কর্মকর্তা আবুল হোসেন। তিনি বলেন, এই আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও একটি মামলা চলছে।

দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়ার সহসভাপতি বুলেট সড়ক দুর্ঘটনায়

আহত

দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়ার সহসভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে কাঠ ব্যবসায়ী বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান বুলেট দর্শনা শ্যামপুর জোড়া বটতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বুলেট পরাণপুর গ্রামে মৃত আব্দুল ওহাব মন্ডলের ছেলে।

জানা গেছে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দর্শনা শ্যামপুর জোড়া বটতলায় মোটর সাইকেল যোগে আসছিল। এসময় স্বজোরে একটি পাখী ভ্যান পিছন থেকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে সে মারাত্মক জখম হয়।

বুলেটের পায়ের কিছু অংশ বিছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানা যায়। এসময় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে।

দামুড়হুদায় বিবাহিত বনাম অবিবাহিত ফুটবল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার শেখ রাসেল মিনি ষ্টেডিয়ামে দামুড়হুদা দাস পাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে বিবাহিত বনাম অবিবাহিত ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বার পদপ্রার্থী নওশাদ আলীর সৌজন্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ফুটবল খেলায় বিবাহিত দল ১-০ গোলে অবিবাহিত দলকে পরাজিত করে। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের হাতে পুরস্কার তুলেদেন উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সমাজ সেবক ও মেম্বার পদপ্রার্থী এবং দামুড়হুদা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য নওশাদ আলী, বিশেষ অতিথি দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, সাংবাদিক আলী আজগর

সোনা ও সাংবাদিক মিরাজ হোসেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। খেলাটি পরিচালনা করেন ইউসুফ আলী, নুরুল ইসলাম, ও সহিদ আজম সদু প্রমুখ

বাইক রাইডার গ্রুপের জোরপূর্বক মুজিবনগরে ঢোকার চেষ্টা! আনসার সদস্যের সাথে হাতাহাতি

মেহেরপুর থেকে বাইক রাইডার নামের একটি গ্রুপের সদস্যরা ৫০ উর্ধ মটরবাইক নিয়ে র্যালী করে জোরপূর্বক মুজিবনগরে ঢুকতে চাইলে হাতাহাতি হয়েছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেটে ডিউটিরত আনসার সদস্যের সাথে।

এতে করে গ্রুপের কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। মুজিবনগরের ভিতরে ছবি তুলে তাদের ফেইসবুক গ্রুপের কভার ফটো করার উদ্যেশ্য ছিলো তাদের। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুজিবনগর কমপ্লেক্সে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষেধাঙ্গায় দির্ঘদিন ধরে গেটলক আছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাতিত কাউকে মুজিবনগরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

এরই মধ্যে শুক্রবার বিকালে ছবি তোলার জন্য শতাধীক লোকজন নিয়ে মুজিবনগরে আসে বাইক রাইডার গ্রুপের কয়েকজন এডমিন মডারেটরসহ সদস্যরা। যাদের সকলের বয়স ১৮ এর নিচে। কারও কাছে ছিলো না হেলমেট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স। বাইকরাইডার এর সদস্যরা মুজিবনগর গেটে পৌছানোর পর ভিতরে ঢুকতে চাইলে আনসার সদস্যরা তাদের ভিতরে প্রবেশ করতে না দিলে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয় তাদের। এতে করে ঠেলাঠেলির ভিতরে পরে যেয়ে গ্রুপের দুইজন সদস্য হাত এবং পিঠ ছিলে যায়। পরে তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডিউটিরত আনসার সদস্যরা জানান, দির্ঘদিন ধরে ইউএনও স্যারের নির্দেশে গেট বন্ধ রয়েছে। এরই মধ্যে তারা মুজিবনগর আসলে আমরা ভিতরে না ঢুকার জন্য বুঝিয়ে বলি। কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকজন ছেলে প্রাচীর লাফ দিয়ে জোর পূর্বক ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে। আমরা তাদের আটকাতে গেলে তারা অশ্নীল আচারণ ও উগ্র মেজাজে কথা বলতে থাকে। পরে আমরা তাদের বের করে দিতে গেলে ঠেলাঠেলি শুরু হয়।

বাইক রাইডার গ্রুপের সদস্যরা জানান, আমরা গ্রুপের কভার ফটো চেঞ্জ করার জন্য মেহেরপুর থেকে র্যালী করে ছবি তোলার উদ্যেশে মুজিবনগর আসি। প্রথম পর্যায়ে আনসার সদস্যরা ঢুকতে না দিলে আমরা ইউএনও স্যারের অনুমতি নেয়ার জন্য তাদের বলি। কিন্তু তারা ইউএনও স্যারের সাথে কথা না বলেই আমাদের বের করে দেন। কিন্তু পরবর্তিতে একজন পুলিশ সদস্যের সাথে কথা চলাকালীন অবস্থায় আনসার সদস্যরা বাইরে এসে আমাদের মারধর শুরু করে।

মুজিবনগর আনসার বাহিনির এপিসি আলী হোসেন জানান, ঘটনা শোনার পর আমি ইউএনও স্যারকে জানিয়েছি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার জানান, ঘটনা শোনার পর আমি এবং ওসি সাহেব সেখানে গিয়েছিলাম। যেয়ে দেখি ওরা ছিলো সকলেই ১৮ বছরের নিচে। গেটের সামনে প্রবেশ নিষেধ এমন বিজ্ঞাপন দেখা সত্তেও জোর পূর্বক প্রবেশ করতে চাওয়ায় একটু ভূল বোঝাবুঝির কারণে হয়তো এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে সেখানে যেয়ে সকল বিষয় শুনে তাদের সাথে কথা বলে বিষয়টি মিমাংসা করে দেয়া হয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে গাঁজা সহ ৪জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক ভাবে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর দিক নির্দেশনায় দর্শনা থানার ওসি মোঃ

মাহাব্বুর রহমান কাজল নেতৃত্বে এসআই খান আঃ রহমান,এসআই আলমগীর হোসেন, এসআই শিহাব উদ্দিন, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এএসআই ইদ্রিস, এএসআই আনোয়ারুল এবং সঙ্গীয় ফোর্স সহ দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা জামে মসজিদ এর সন্নিকটে এবং মেমনগর পশ্চিম পাড়ায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ১০(দশ) কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা সহ মোট ০৪ (চার) জন আসামি গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন ঝাঝাডাঙ্গা (উত্তর পাড়া) গ্রামের মৃত সাইদুর রহমান এর ছেলে মোঃ সবুজ হোসেন (২২), রামনগর (বাগদী পাড়ার) স্বামী মোঃ মজুন স্ত্রী মোছাঃ আলোকা খাতুন লাইলি (২৮), মেমনগর পশ্চিম পাড়া গ্রামের মৃত রব্বুল মালিক এর ছেলে মোঃ মোক্তার হোসেন (৪০) একই এলাকার আব্দুল লতিফের ছেলে মোঃ আব্দুল কালম (৪২)।

পুলিশ আরও জানায় উভয়ই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বাসিন্দা এবং গ্রেফতার আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।